তারিখ ০৪ APR 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

ছোটদের ভোটেও বড়দের হাওয়া

হতাশাবাদীরা হয়ত বলিবেন, এমনটি যে ঘটিবে আগেই জানিতাম। আর আশাবাদীরাও ক্ষণিকের জন্য হইলেও যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ছোটদের দ্বারা সংঘটিত হইলেও ঘটনাটি মোটেও ছোট নহে। 'ছোটদের ভোট' নামে পরিচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচনেও ব্যালট বাক্স ছিনতাই হইয়াছে। লাঞ্ছিত করা হইয়াছে দায়িত্বরত দুই শিক্ষককে। স্থগিত করিতে হইয়াছে একটি কেন্দ্রের ভোটও। গত সোমবার ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় দুর্ভাগ্যজনক এই ঘটনাটির বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। জানা যায়, প্রথমে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইয়া বিনানির্বাচনে বিশেষ একটি বাড়ির বখাটে সন্তানকে জিতাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহাতে ব্যর্থ হইবার পর সেই কৃতীপুত্রটি তাহার বহিরাগত সাঙ্গোপাঙ্গদের লইয়া ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে। হামলা চালায় দায়িত্বরত দুই শিক্ষকের উপর। এই ক্ষেত্রেও যথারীতি কাহারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। সন্দেহ নাই যে চলমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বড়দের নানা কাণ্ডকারখানা দেখিয়া যাহারা জাতির ভবিষ্যৎ বলিয়া বিবেচিত এই কিশোর-তরুণদের দিকে তাকাইয়া আছেন, ঘটনাটি তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিবে। এক যাত্রায় ভিন্ন ফল যে সম্ভব নহে— তাহা কে না জানে! তাহা সত্ত্বেও কোমলমতি শিশুকিশোরদের নিকট হইতে কেন আমরা ভিন্ন কিছু আশা করিতেছি— সেই প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়া কঠিন।

প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়িয়া যায় ১৯৪৭ সালে ভারতভাগের সময়ে লেখা প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই অনন্য পঙক্তিমালা: 'তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো/তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো!/তার বেলা'? বাস্তবিকই 'বুড়ো খোকা'রা আজ বিশ্ব জুড়িয়া যেইসব কাণ্ড করিয়া চলিয়াছেন তাহার তুলনায় বরিশালের স্কুল কেবিনেট নির্বাচনে যাহা ঘটিয়াছে— তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আমাদের আরেক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করিয়া যাইবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়াছিলেন অর্ধশতাধিক বৎসর পূর্বে। কিন্তু আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সভ্যতা যখন আকাশ স্পর্শ করিতে চলিয়াছে, তখন আমরা কী দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট? ক্ষমতাবানদের সীমাহীন লোভ ও অবিমৃষ্যকারিতার কারণে বিশ্বের দেশে দেশে আজ যুদ্ধ-হানাহানি ও জোরজবরদস্তির যেই আগুন জ্বলিতেছে— তাহা কি পৃথিবীকে ক্রমেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বসবাসের অযোগ্য করিয়া তুলিতেছে না? মূলত তাহাদেরই সীমালঙ্ঘনের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির প্রসঙ্গ নাইবা তুলিলাম।

অতএব, ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের জন্য শিশু-কিশোর-তরুণদের যে দোষ দিব— সেই নৈতিক জোর কি আমাদের আছে? চলমান ইউপি নির্বাচনে তাহাদের চোখের সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে, তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি প্রভাবিত হয়— সেই দায় আমরা এড়াইব কিভাবে? সঙ্গত কারণেই ছোটদের দ্বারা সংঘটিত হইলেও ঘটনাটির তাৎপর্য বিশাল। সর্বব্যাপী হতাশার বিপরীতে দাঁড়াইয়া আমরা কেবল এইটুকুই আশা করিতে পারি যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে— অন্তত তাহাদের কথা মাথায় রাখিয়া বড়রা সর্বপ্রকার আত্মঘাতী তৎপরতা হইতে নিরস্ত হইবেন।